দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 19 JUL 2009
পৃষ্ঠা: ১৬ কলাম: ৭

বহিষ্কৃত কর্মচারী পুনর্বহালের প্রতিবাদ

রাবির রোকেয়া হলে ছাত্রীদের বিক্ষোভ : সহকারী প্রক্টর ও প্রভোস্ট ৭ ঘণ্টা অবরুদ্ধ

সামছুল আরেফিন হিমেল, রাবি থেকে : ছাত্রী হলে চুরির ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত কর্মচারী পুনরায় হলে ফিরে আসার প্রতিবাদে গত বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত ছাত্রীরা হলে দফায় দফায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্রীদের শান্ত করতে হল প্রভোস্ট ড. মোছাঃ ছায়িদা

[illegible] পৃঃ ১২ কঃ ৪

রাবির রোকেয়া হলে ছাত্রীদের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

আক্তার ও সহকারী প্রক্টর জন্নাতুল ফেরদৌস ঘটনাস্থলে এলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা তাদের এক কক্ষে ৭ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে রাত ৪টার দিকে প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টা এসে তাদের উদ্ধার করেন। ঘটনার তদন্তে ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিকে ছাত্রী হলে বিক্ষোভের ঘটনায় নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ছাত্রফ্রন্ট রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রোকসান পারভিন লিপিকে হুমকি দিয়েছেন প্রক্টর প্রফেসর চৌধুরী মোঃ জাকারিয়া। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে প্রগতিশীল নেতাকর্মীরা।

রোকেয়া হল সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রোকেয়া হলের গার্ড রেজাউল হককে সাময়িক বহিষ্কার ও দুই হল সুপারকে স্ট্যান্ডরিলিজ করে। এতে করে ছাত্রীদের আন্দোলন থেমে যায়। কিন্তু বহিষ্কৃত ওই কর্মচারী গত বুধবার রাত সোয়া ৮টার দিকে রোকেয়া হলে ফিরে এলে ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ করতে শুরু করে। এ ঘটনায় ছাত্রীরা বহিষ্কৃত কর্মচারীকে কেন পুনরায় হলে প্রবেশ করতে দেয়া হল তার প্রতিবাদে রাত সাড়ে ৮টার দিকে হলের অভ্যন্তরে বিক্ষোভ শুরু করে।

এদিকে রোকেয়া হলের ছাত্রী বিক্ষোভের ঘটনায় নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ছাত্রফ্রন্ট রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রোকসান পারভিন লিপিকে মোবাইলে হুমকি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর চৌধুরী মোঃ জাকারিয়া। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রগতিশীল নেতাকর্মীরা বিবৃতি দিয়েছেন।